প্রথম আলো

তারিখ ... 2 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকেরা ক্যাডারভুক্ত হবেন না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জাতীয়করণ হওয়া কলেজশিক্ষক এবং বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য আলাদা বিধিমালা বা আইন করার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে জাতীয়করণ হওয়া কলেজশিক্ষকদের নন-ক্যাডার রাখার চিন্তা করা হচ্ছে।

এদিকে বিসিএস পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষা ক্যাডারে কাউকে অন্তর্ভুক্ত না করার নির্দেশনা চেয়ে করা রিটে আবেদনের চূড়ান্ত শুনানিতে তিনজন অ্যামিকাস কিউরি (আদালতের আইনি সহায়তাকারী) নিয়োগ করেছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত বৃহস্পতিবার শুনানিকালে অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে তিনজনের নাম ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম মো. ফজলুল হক ও আইনজীবী কামাল উল আলম। আদালত ৫ ডিসেম্বর শুনানির জন্য পরবর্তী দিন রেখেছেন।

দেশের যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই, সেগুলোতে একটি করে কলেজ জাতীয়করণ করছে সরকার। ইতিমধ্যে কিছু বেসরকারি কলেজ সরকারি করা হয়েছে। আরও ২৮৩টি কলেজ জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ওই সব কলেজের শিক্ষক প্রায় আট হাজার। কিন্তু এই শিক্ষকদের অবস্থান ও মর্যাদা কী হবে, সে বিষয়ে নতুন বিধিমালা না হওয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে গত বছর থেকে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা ও জাতীয়করণ হতে যাওয়া কলেজশিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। এটা দিনে দিনে বাড়ছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি জাতীয়করণ হওয়া এবং হতে যাওয়া কলেজশিক্ষকদের বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত না করার দাবিতে গত রোববার ও সোমবার কর্মবিরতি পালন করেছেন। এতে সরকারি কলেজগুলোয় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। দাবি পূরণ না হলে ৬ থেকে ৮ জানুয়ারি আবারও পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছে সমিতি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বৃহস্পতিবার নতুন উদ্যোগের কথা জানিয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, ভিন্ন আইন বা বিধিমালা করা হচ্ছে। এতে যার যার সম্মান ঠিক করে দেওয়া হবে। ক্যাডার বা নন-ক্যাডার যা-ই হোক না কেন, ভিন্নতা থাকবেই। এ বিষয়ে সচিবকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও কথা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ইঙ্গিত দেন, জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকদের নন-ক্যাডার করা হচ্ছে। তবে জাতীয়করণ হওয়া এবং হতে যাওয়া কলেজশিক্ষকদের ক্যাডারের বাইরে রাখার দাবিতে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কর্মবিরতিতে ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, তাঁরা যে ধর্মঘট করেছেন, সেটা বেআইনি। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তাঁরা এটা করতে পারেন না।

২০০০ সালের আত্তীকরণ বিধিমালা অনুসরণে জাতীয়করণ করা বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে আত্তীকরণ করে আসছে সরকার। বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষা ক্যাডারে চাকরিরত কলেজশিক্ষকেরা এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছেন।